গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
প্লানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেল
পরিসংখ্যান ভবন, ৭ম তলা
ই-২৭/এ, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
www.bbs.gov.bd

নং-৫২.০১.০০০০.১০৩.০৬.০২০.০৬ (অংশ-০২)- ৩২৮

তারিখ: ২২ ভাদ্র, ১৪২৫ ব. / ০৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রি.

বিষয়: জুলাই/২০১৮ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

তারিখ	:	২৯-০৮-২০১৮ খ্রি.
সময়	:	সকাল ১০:৩০ ঘটিকা
স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ,বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
সভাপতি	:	ড. কৃষ্ণা গায়েন, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), বিবিএস
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট - 'ক'

০২। উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। সভার শুরুতে মহাপরিচালক পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব সভায় উপস্থিত থাকায় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পক্ষ হতে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়।

০৩। সভাপতির অনুমতিক্রমে পরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সেল, এফএ অ্যান্ড এমআইএস আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন। কার্যপত্রের আলোকে সভায় নিম্নবর্ণিতভাবে বিস্তারিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্র:নং	আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
(০১)	বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ	বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ	সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।	
(০২)	অনিষ্পন্ন বিষয় সংক্রান্ত	অনিষ্পন্ন বিষয় সংক্রান্ত মোট পত্রাদির মধ্যে সেন্সাস উইংয়ের একটি অনিষ্পন্ন বিষয়ে পরিচালক, সেন্সাস উইং বলেন, বিষয়টি সেন্সাস উইংয়ের মৃত কর্মচারী দবিরউদ্দিন, ডিই/সিও, এর "পেনশন বিষয়ক"। জনাব দবিরের ১ম স্ত্রীর ছেলে ও মেয়ে পেনশন প্রাপ্তির জন্য দবিরের ২য় স্ত্রীর বিরুদ্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমা নং- ২১১/১৫ দায়ের করেন। বিজ্ঞ আদালত দবিরের ২য় স্ত্রীর পক্ষে রায় দেন। অত: পর দবিরের ১ম স্ত্রীর ছেলে ও মেয়ে রায়ের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা নং- ১৩৬/১৬ দায়ের করেন এবং দায়েরকৃত মামলায় জনাব দবিরের ২য় স্ত্রীর স্বাক্ষর করে দেন। নোটিশ প্রাপ্তির পর দবিরের ২য় স্ত্রী মামলায় স্বাক্ষর করেন নাই বলে জনাব দবিরের ১ম স্ত্রীর ছেলের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ করেন। আদালত জাল স্বাক্ষরের জন্য মামলাটি খারিজ করেন। বর্ণিতাবস্থায়, জনাব দবিরের ২য় স্ত্রী খারিজ মামলার সার্টিফাইড কপি উত্তোলন করত: সম্পূর্ণ পেনশন দাবী করেন। তবে খারিজকৃত মামলার সার্টিফাইড কপিতে মামলার তফসীল উল্লেখ না থাকায় পেনশন দেওয়ার বিষয়টি বিতর্কিত হওয়ায় আইন মন্ত্রণালয়ের মতামতের জন্য পত্র দেওয়া হয়। আইন মন্ত্রণালয়ে বিষয়টি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বোর্ড মিটিং হয় এবং মিটিং এ সিদ্ধান্ত হয় যে কোর্ট সাকসেশন কপি ব্যতীত দবিরউদ্দীনের পরবর্তী ওয়ারিশনদের দাবীর পক্ষে পেনশন দেওয়া যাবে না। উইং দবিরউদ্দীনের ওয়ারিশনদের তা জানিয়ে দিয়েছেন এবং দবিরউদ্দীনের পেনশন বর্তমানে স্থগিত রয়েছে।	ক) অনিষ্পন্ন ও পেন্ডিং বিষয়গুলো জরুরী ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করতে হবে। উইং প্রধানগণ এ বিষয়ে স্ব স্ব উইংয়ের দায়িত্ব নেবেন। খ) সাকসেশন সার্টিফিকেট সংগ্রহ এবং বিদ্যমান বিধি বিধানের আলোকে সমস্যা নিরসনের ব্যবস্থা নিতে হবে।	পরিচালক, (সকল) পরিচালক, সেন্সাস উইং

ক্র:নং	আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নক
(০৩)	অডিট আপত্তি-নিষ্পত্তি সংক্রান্ত	বিবিএস এর মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল ৩৮টি তন্মধ্যে রাজস্ব খাতের ২১টি, প্রকল্পের ১০টি এবং কর্মসূচীর ৭টি। আপত্তিকৃত অডিটগুলোতে মোট টাকার সংশ্লিষ্টতার পরিমাণ ৫,১৭,৯৩,০৯১ (পাঁচ কোটি সতেরো লক্ষ তিরানব্বই হাজার একানব্বই) টাকা। মোট আপত্তির মধ্যে ১৬টির ব্রডশীট জবাব সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। বাকী আপত্তিগুলোর জবাব ধারাবাহিকভাবে প্রেরণ করা হবে।	সেপ্টেম্বর/২০১৮ মাসের মধ্যে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করতে হবে।	পরিচালক এফএ অ্যা এমআইএ
(০৪)	কোর্টে চলমান মামলা সম্পর্কিত বিষয়	কোর্ট কন্টাক্ট পয়েন্ট অফিসার (CPO) বলেন, মোট ৭৫টি মামলার মধ্যে ৪৫টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। বর্তমানে ৩০টি মামলা কোর্টে চলমান রয়েছে। পরিচালক, এফএ অ্যান্ড এমআইএস বলেন, কর্মচারীদের একাধিক স্ত্রী থাকার কারণে পেনশন কেসসমূহে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। সভাপতি কন্টাক্ট পয়েন্ট অফিসারকে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের জন্য ধন্যবাদ জানান।	চলমান মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য কোর্টে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	কন্টাক্ট পয়ে অফিসার, আইন সেল
(০৫)	সমাপ্ত প্রকল্পের গাড়ী রাজস্ব খাতে স্থানান্তর সংক্রান্ত	পরিচালক, এফএ অ্যান্ড এমআইএস বলেন, সমাপ্ত প্রকল্পের গাড়ীগুলোর কাগজপত্র সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হয়নি। সভাপতি বিদ্যমান নিয়মের মধ্যে বিভিন্ন সমাপ্ত প্রকল্পের গাড়ীসমূহ TO&E ভুক্তকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেন।	ক) বিভিন্ন সময়ে সমাপ্ত প্রকল্পের গাড়ীগুলো TO&E ভুক্তকরণের ব্যবস্থা নিতে হবে এবং অকেজো গাড়ী নিলামে বিক্রয় করতে হবে। খ) প্রকল্প শেষে গাড়ী ও অন্যান্য মালামাল রাজস্ব খাতে জমা দিতে হবে এবং নিয়ম মাফিক TO&E ভুক্ত করতে হবে।	পরিচালক, এফএ অ্যান্ড এমআইএস
(০৬)	বিবিএস এর অর্গানোগ্রাম প্রণয়ন সংক্রান্ত	পরিচালক, এসএসটিআই বলেন, বিবিএস এর ২য় পর্যায়ের অর্গানোগ্রাম পুন:যাচাই এর জন্য পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ হতে বিবিএস-এ ফেরত এসেছে এবং বিবিএস কর্তৃক পুন:যাচাই এর নিমিত্ত একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। গঠিত কমিটি এ বিষয়ে কাজ করছে।	আগামী ১৬-০৯-২০১৮ তারিখের মধ্যে অর্গানোগ্রাম পুনর্গঠন কাজ সমাপ্ত করতে হবে।	পরিচালক, এসএসটিআই ও পরিচালক, এফএ অ্যান্ড এমআইএস
(০৭)	বিবিএস এর জনবল নিয়োগ	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর রাজস্ব খাতভুক্ত ৩য় শ্রেণীর পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য ইতোপূর্বে বিজ্ঞাপিত (১৩ ক্যাটাগরির ২৪৫ টি এবং ১১ ক্যাটাগরির ৫৯৩টি পদসহ মোট ৮৩৮টি) মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে বিচারাধীন। সর্বশেষ গত ০৪/০৭/২০১৮ খ্রি. তারিখে ০৭ ক্যাটাগরির মোট ১৩৪টি শূণ্য পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। পরিচালক, এফএ অ্যান্ড এমআইএস বলেন, জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য বিভাগীয় নির্বাচন কমিটি (বিনিক) কাজ করছে। বিনিক শাখায় লোকবলের চরম সংকট হেতু কাজকর্ম স্থবির হয়ে আছে।	দু'টি আলাদা নিয়োগ প্রক্রিয়া যথা ২৪৫ ও ৫৯৩ জনবলের ব্যাপারে কোর্টে চলমান মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যাপারে প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। বিনিক শাখা পুন:গঠন করতে হবে। ১৩৪টি শূন্য পদের নিয়োগ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	পরিচালক, এফএ অ্যান্ড এমআইএস
(০৮)	বিভাগ ও জেলা কার্যালয়ের নিজস্ব ভবন স্থাপন	পরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সেল বলেন, সংশ্লিষ্ট জেলা কর্মকর্তাগণ ভবন নির্মাণের জন্য জমি সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করেছেন। প্রকল্পের মাধ্যমে ভবন নির্মাণ করা যেতে পারে। মাঠ পর্যায়ের বিবিএস এর নিজস্ব ভবন নির্মাণের বিষয়ে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।	ভবন নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।	পরিচালক, এফএ অ্যান্ড এমআইএস
(০৯)	ক) শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রতিবেদন খ) উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত তথ্য	(ক) পরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সেল বলেন, শুদ্ধাচার সংক্রান্ত নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। (খ) বরিশাল বিভাগের যুগ্মপরিচালক (অতি. দায়িত্ব), জনাব মোহাম্মদ মিঝানুর রহমান হাওলাদার E-Library এবং টাঙ্গাইল জেলার উপপরিচালক, জনাব মো: মিজানুর রহমান Statistical Evidence of Tangail District শীর্ষক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা দু'টি সভায় Power Point - এর মাধ্যমে উপস্থাপন করেন।	(ক) কমিটি এ ব্যাপারে TOR অনুযায়ী ব্যবস্থা নিবেন। (খ) উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা তৈরির জন্য উৎসাহ প্রদান করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্যোগী হতে হবে।	পরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সেল

ক্র:নং	আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
(১০)	ই-ফাইলিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংক্রান্ত	সরকারের ডিজিটাল কর্মসূচী বাস্তবায়ন এবং সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ই-ফাইলিং কার্যক্রম একটি চলমান প্রক্রিয়া। তাই সকল ক্ষেত্রে ই- ফাইলিং কার্যক্রম চালু করতে হবে।	ই-ফাইলিং কার্যক্রমের গুণগতমান বাড়াতে হবে এবং উইংভিত্তিক সাফল্য পর্যালোচনা করতে হবে।	পরিচালক, কম্পিউটার উইং
(১১)	উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসসমূহে ফিক্সড্ টেলিফোন সংযোগ স্থাপন	সদ্য সমাপ্ত অপটিক্যাল ডাটা আর্কাইভ অ্যান্ড নেটওয়ার্কিং (২য় পর্যায়) প্রকল্প হতে ১৩৩ টি উপজেলায় ফিক্সড্ টেলিফোন সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্প কার্যক্রম শেষ হওয়ায় বাকীগুলোতে দেয়া সম্ভব হয়নি।	সরকারের টেলিফোন নীতিমালা অনুসরণ করে রাজস্ব বাজেট থেকে বাকী উপজেলাগুলোতে পর্যায়ক্রমে টেলিফোন সংযোগ দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।	পরিচালক, এফএ অ্যান্ড এমআইএস
(১২)	ইন্টারনেট ব্যবস্থা, জিও কোড, ওয়েব পোর্টাল সংক্রান্ত	পরিচালক, ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং বলেন, ভবনে ইন্টারনেটের ব্যবস্থা ভালো নয়। বিদ্যমান/পুরাতন এবং নতুন কোন লাইন ঠিকভাবে কাজ করছে না। ইন্টারনেট না থাকলে ই-ফাইলিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্পর্কিত কোন কাজ সম্ভব হবে না।	পরিসংখ্যান ভবনে ইন্টারনেটের গতি বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	পরিচালক, কম্পিউটার উইং
(১৩)	পরিসংখ্যান পকেট বুক ২০১৭, পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ ২০১৭, মাসিক পরিসংখ্যান বুলেটিন প্রকাশ সংক্রান্ত।	পরিচালক, ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং বলেন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) অনুযায়ী কাজ সম্পাদিত হয়েছে। কিন্তু এফএ অ্যান্ড এমআইএস এর প্রকাশনা শাখাতে লোকবল সংকট ও মেশিন নষ্ট হওয়ায় বিভিন্ন প্রকাশনা প্রকাশে দেরি হচ্ছে।	প্রকাশনা শাখাকে জনবল ও লজিস্টিক সহায়তা দিয়ে সুসংগঠিত করতে হবে।	পরিচালক, এফএ অ্যান্ড এমআইএস
(১৪)	মন্ত্রিপরিষদের মাসিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদন	পরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সেল বলেন, যথাসময়ে উইং ও প্রকল্প হতে মন্ত্রিপরিষদের মাসিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সেলে না আসায় তথ্যাদি পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগে সময় মত পাঠানো যাচ্ছে না।	প্রতি মাসের ২৮ তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদের মাসিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদন প্লানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেলে পাঠাতে হবে।	পরিচালক, (সকল)
(১৫)	মাঠ প্রশাসন	বিভাগীয় পরিসংখ্যান কার্যালয় হতে আগত যুগ্মপরিচালকগণ স্ব-স্ব বিভাগীয় কার্যক্রম ও বিদ্যমান সমস্যা সভায় উপস্থাপন করেন। যুগ্মপরিচালক, বিভাগীয় পরিসংখ্যান কার্যালয়, সিলেট বলেন, বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় জনবল সংকট থাকা সত্ত্বেও কাজ চলছে। ১৫ আগস্ট, ২০১৮ খ্রি. তারিখে সুনামগঞ্জ জেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়ের উপপরিচালক PRL-এ গেছেন। অন্য কোন কর্মচারী না থাকায় সুনামগঞ্জ জেলা পরিসংখ্যান কার্যালয় জনবল শূণ্য আছে। নতুন উপজেলা ওসমানীনগর ও বিশ্বম্ভরপুরে কোন জনবল নেই। তবে ওসমানীনগরে পুনর্বন্টন করা যাবে। এনএইচডি প্রকল্পের ফাইনাল অপারেশনের আগেই বিশ্বম্ভরপুরে নতুন জনবল পদায়ন হওয়া প্রয়োজন। যুগ্মপরিচালক, বিভাগীয় পরিসংখ্যান কার্যালয়, চট্টগ্রাম বলেন, এ বিভাগে মোট ৬৭৫ জন জনবলের মধ্যে বর্তমানে ২৬৪ জন কর্মরত আছেন এবং কক্সবাজার জেলায় তিনি নিজে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন। কর্ণফুলী উপজেলায় কোন জনবল নেই। যুগ্মপরিচালক, বিভাগীয় পরিসংখ্যান কার্যালয়, ঢাকা বলেন, সারা দেশে সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৬৯টি মেট্রোপলিটন থানা আছে। তন্মধ্যে ঢাকা মহানগরে ৩৫টি ও নারায়ণগঞ্জে ২টি। ঢাকা মহানগরের ৩৫টির মধ্যে কেবল ডেমরা থানায় লোকবল বসার ব্যবস্থা আছে,	বিদ্যমান জনবল পুন:বিন্যাস/ পুন:বন্টন করে সাময়িকভাবে সমস্যা সমাধান করতে হবে। একইসাথে দ্রুত জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। স্ব স্ব বিভাগীয় পরিসংখ্যান অফিস হতে মাঠ পর্যায়ের কর্মচারীদের জন্য অফিসিয়াল পরিচয়পত্রের ব্যবস্থা করতে হবে।	পরিচালক, এফএ অ্যান্ড এমআইএস

ক্র:নং	আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		আছে। তিনি শূণ্য পদে বিশেষ করে পরিচালক পদে ধারাবাহিকভাবে পদোন্নতি এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মচারীদের জন্য অফিসিয়াল পরিচয়পত্রের প্রয়োজনীয়তা এবং তার গুরুত্ব সম্বন্ধে সভায় আলোকপাত করেন। পরিচয়পত্র প্রদান বিষয়ে পরিচালক, এফএ অ্যান্ড এমআইএস বলেন, পূর্বে প্রকল্প থেকে পরিচয়পত্র দেওয়া হতো, রাজস্ব খাত থেকে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। তিনি প্রস্তাব করেন একটা রেজিস্টার তৈরি করে স্ব স্ব বিভাগীয় পরিসংখ্যান অফিস এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন, এতে প্রশাসনিক অনুমোদনের প্রয়োজন নেই। যুগ্মপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বিভাগীয় পরিসংখ্যান কার্যালয়, বরিশাল বলেন, বরগুনা জেলায় উপপরিচালক দরকার। বরিশাল বিভাগের ৪০টি উপজেলার মধ্যে কেবল ২টি উপজেলায় পরিসংখ্যান কর্মকর্তা রয়েছে। তিনি জেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়গুলোতে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের জন্য স্তম্ভ নির্মাণের লক্ষ্যে বাজেট বরাদ্দ প্রদানের জন্য সভায় প্রস্তাব করেন। এছাড়া সাবেক ২৩টি অঞ্চলের পুরাতন গাড়ীগুলোতে জ্বালানী সরবরাহের কথা বলেন। যুগ্মপরিচালক, বিভাগীয় পরিসংখ্যান কার্যালয়, ময়মনসিংহ বলেন, জেলার ১৩টি উপজেলার মধ্যে কেবল নান্দাইল উপজেলায় উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা আছে। টাঙ্গাইল জেলায় বদলী জনিত কারণে উপপরিচালকের পদ খালি আছে। সেখানে ময়মনসিংহ জেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়ের উপপরিচালককে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। বিভাগীয় কার্যলয়ের ওয়েবসাইট আপডেট করা হয়েছে। লাইব্রেরী উন্নয়নের বিষয়ে তিনি বলেন জেলা অফিসে অনেক গুরুত্বপূর্ণ, দুর্লভ বই পাওয়া গিয়েছে। সেগুলো তিনি সংরক্ষণের ব্যবস্থা ও পাঠপোযোগি করেছেন। যুগ্মপরিচালক, বিভাগীয় পরিসংখ্যান কার্যালয়, ময়মনসিংহকে লাইব্রেরী উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য সভার পক্ষ হতে ধন্যবাদ জানানো হয়।		
(১৬)	বিবিধ (ক) ভবনের নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত	(ক) ভবনের নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণে কিছুটা অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ভবনের নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কর্তব্যরত আনসারগণ সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করছেন।	(ক) ভবনের নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আরও তৎপর হতে হবে। অভ্যর্থনা ডেস্কে সার্বক্ষণিক লোক থাকতে হবে এবং এ কাজে নিয়োজিত নিরাপত্তা প্রহরীদেরকে সকাল ৮:৩০ ঘটিকার মধ্যেই উপস্থিত হতে হবে।	পরিচালক, এফএ অ্যান্ড এমআইএস
	(খ) সদর দপ্তরে প্রশিক্ষণকালীন মাঠ পর্যায়ের কর্মচারীদের আবাসন ব্যবস্থা প্রসঙ্গে	(খ) সদর দপ্তরে প্রশিক্ষণকালীন মাঠ পর্যায়ের কর্মচারীদের আবাসন ব্যবস্থাকরণ বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। সভায় জানানো হয়, ভবনের মূল নকশা পাওয়া গেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া সহজ হবে। এ বিষয়ে কাজ চলছে।	(খ) ভবনের মূল নক্শা সংগ্রহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পরিচালক, এফএ অ্যান্ড এমআইএস
	(গ) উন্মুক্ত আলোচনা	(গ) জনাব মো: শাহজাহান, পরিসংখ্যান তদন্তকারী অকাল মৃত্যু ও দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী/ পরিবারকে সহায়তা প্রদানের জন্য যৌথ কল্যাণ তহবিল গঠনের প্রস্তাব করেন। তিনি পদোন্নতি বঞ্চিত কর্মচারী/কর্মকর্তাদের দ্রুত পদোন্নতির বিষয়ে ব্যবস্থা	(গ) • কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সমন্বয়ে যৌথ কল্যাণ তহবিল গঠন করা যায়। • কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিদেশ	পরিচালক, এফএ অ্যান্ড এমআইএস

ক্র:নং	আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		পরিচালক, ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিদেশ ভ্রমণের ব্যাপারে সুষম বন্টন তথা সমান সুযোগ নিশ্চিতকরণের বিষয়ে সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জনাব মহিউদ্দিন আহ্‌মেদ, উপপরিচালক, সেন্সাস উইং বলেন, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা (ক্যাডার) এর মোট ৭০ (সত্তর) টি পদে ৬৭% বিসিএস হতে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ও ৩৩% সহকারী/উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তাদের মধ্য হতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করার বিধান রয়েছে। সে হিসেবে পরিসংখ্যান কর্মকর্তা (ক্যাডার) এর পদোন্নতিযোগ্য পদসংখ্যা ২৩ (তেইশ) টি। উক্ত পদোন্নতিযোগ্য পদের মধ্যে শূন্য ০৯ (নয়) টি পদে পদোন্নতির নিমিত্ত বিবিএস হতে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগে এপ্রিল, ২০১৮ মাসে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে অবসরজনিত কারণে আরও ০২ (দুই)টি পদ শূন্য হয়েছে। পরিসংখ্যান কর্মকর্তা (ক্যাডার) এর দীর্ঘদিন শূন্য থাকা এসব পদে দ্রুত পদোন্নতির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। জনাব মো: আজগর আলী, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সেল, এফএ অ্যান্ড এমআইএস বলেন, বর্তমানে ২৩৫টি পরিসংখ্যান কর্মকর্তা (নন ক্যাডার) পদ আছে। আরও ২১২টি পরিসংখ্যান কর্মকর্তা (নন-ক্যাডার) পদ অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তিনি পরিসংখ্যান কর্মকর্তা (নন-ক্যাডার) ২৩৫টি পদের বিপরীতে উপপরিচালক (নন-ক্যাডার) পদের সংখ্যা মাত্র ১৫টি হওয়ায় যৌক্তিক হারে উপপরিচালক (নন-ক্যাডার) পদ সৃজনের বিষয়ে সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরিচালক, এফএ অ্যান্ড এমআইএস বলেন, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা ও উপপরিচালক পর্যায়ের বদলি ও পদায়নসহ অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যক্রম পূর্বে মহাপরিচালক, বিবিএস কর্তৃক গৃহিত হতো। বর্তমানে এটি প্রশাসনিক বিভাগ কর্তৃক সম্পাদন করা হয়ে থাকে। এটি পূর্বের ন্যায় মহাপরিচালক, বিবিএস এর উপর ন্যস্ত করা যেতে পারে। এছাড়া শিশু দিবা পরিচর্যা কেন্দ্র/ডে-কেয়ার সেন্টার পুনরায় স্থাপন, মহিলা কর্মচারীদের নামাজ কক্ষে এসি এর ব্যবস্থাকরণ, মহিলা কর্মচারীদের টয়লেট উন্নয়ন, মেডিকেল সেন্টার চালু ও একজন সার্বক্ষণিক এমবিবিএস ডাক্তারের ব্যবস্থা এবং পরিসংখ্যান ভবনের সম্মুখস্থ রাস্তা সংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হয়।	সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। • ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপনের জন্য সম্ভাব্য জায়গা নির্ধারণ এবং এসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহকরণের উদ্যোগ নিতে হবে। • PWD কে পরিসংখ্যান ভবনের সম্মুখস্থ রাস্তা সংস্কারের ব্যাপারে চিঠি দিতে হবে। • প্রস্তাবিত অর্গানোগ্রামে মেডিকেল সেন্টারসহ মেডিক্যাল অফিসার এর পদ রাখা যায়।	

০৪। সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানান। তিনি বিবিএস এর কর্মকান্ডকে আরো গতিশীল করা এবং সরকার কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে সকলকে নির্দেশনা দেন। তিনি সভায় আলোচিত বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন।

- অর্গানোগ্রাম পুনর্গঠনের জন্য গাইড লাইন অনুযায়ী কাজ করতে হবে;
- প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত গাড়ী প্রকল্প মেয়াদ শেষে নিয়ম-মাফিক রাজস্ব খাতে স্থানান্তরসহ মেরামতযোগ্য গাড়ীগুলো ১৫ দিনের মধ্যে মেরামতের ব্যবস্থা করতে হবে;
- কৃষি (শস্য, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ) শুমারি ২০১৮ প্রকল্প হতে প্রত্যেক জেলায় অতিদ্রুত গাড়ী ও গাড়ীচালকসহ জ্বালানীর ব্যবস্থা করতে হবে;
- প্রকাশনা শাখাকে ঢেলে সাজাতে হবে এবং পকেটবুকসহ অন্যান্য প্রকাশনা সময়মত ছাপতে হবে;
- লাইব্রেরীতে বই এর সংখ্যা বাড়ানোসহ সুশৃঙ্খলভাবে সাজাতে হবে;

- যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী বৈদেশিক প্রশিক্ষণের সুযোগ পাননি তাদেরকে পর্যায়ক্রমে বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- বিবিএস এর উপপরিচালক ও পরিসংখ্যান কর্মকর্তা পদের বদলি ও পদায়ন পূর্বের ন্যায় বিবিএস কে হস্তান্তর করা যায়;
- ক্যাডার ও নন-ক্যাডার এর মধ্যে বৈষম্য পরিহার করতে হবে;
- শূণ্য পদে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে পর্যায়ক্রমে পদোন্নতির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- যে সকল উপজেলার কার্যক্রম সবেমাত্র শুরু হয়েছে সেগুলোকে পর্যায়ক্রমে ফাংশনিং করতে হবে;
- আগামি ০৪-০৬ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য উন্নয়ন মেলায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

০৫। সভায় পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সম্মানিত সচিব উপস্থিত থেকে উৎসাহব্যঞ্জক দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন এবং বিবিএস এর বিদ্যমান সমস্যাসমূহের সমাধানে আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। সচিব মহোদয়ের শত ব্যস্ততা সত্বেও সভায় উপস্থিত থেকে মূল্যবান দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য বিবিএস এর পক্ষ হতে তাঁকে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়।

০৬। সভায় আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ড. কৃষ্ণা গায়েন
মহাপরিচালক
(অতিরিক্ত সচিব)
ফোন: ৫৫০০৭০৫৬
email: dg@bbs.gov.bd